চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন

জনসংযোগ শাখা

চট্টগ্রাম

www.ccc.gov.bd

শেখ হাসিনার মূলনীতি
গ্রাম শহরের উন্নতি

(প্রেস বিজ্ঞপ্তি)

২৩ জানুয়ারি ২০২২ খ্রি.

চট্টগ্রাম গণহত্যা দিবসে শ্রদ্ধা নিবেদনকালে মেয়র
যতবার এইদিন আসে ততবারই
জাতির বিবেকবান হৃদয়ে রক্তক্ষরণ হয়

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র মো. রেজাউল করিম চৌধুরী বলেছেন, নব্বইয়ের স্বৈরাচার পতনের মাত্র দুইবছর আগে বীর চট্টলার মাটি রক্তে রঞ্জিত হয়েছিল। সেদিন বীর শহীদদের অপরাধ ছিল ৈ^রাচারের বিরুদ্ধে ফুঁসে উঠা গণতন্ত্র কামী জনতার সমাবেশে তারা অংশ নিয়েছিল। স্বৈরাচারী এরশাদ ভেবেছিল জনতার রক্তে থমকে যাবে সকল প্রতিরোধ। কিন্তু মাত্র দুই বছরের মাথায় তাকে ক্ষমতা ছাড়তে বাধ্য করেছিলো দামাল জনতা। ২৪জানুয়ারী তাই যতবার আসে ততবারই জাতির বিবেকবান হৃদয়ে রক্তক্ষরণ হয়। সেদিনের ভয়াবহতা ও মানুষের আহাজারী কখনো স্মৃতি থেকে মুছে যাওয়ার মত নয়। যারা সেদিন বুকের তাজা রক্ত ঢেলে আজকের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে রক্ষা করেছিলো দীর্ঘ ৩৩বছর পর তাদের বিচারের রায় ঘোষিত হয়েছে। আদালত রায়ে এটাকে পরিকল্পিত গণহত্যা বলে পর্যবেক্ষণ দিয়েছেন। আজ সোমবার সকালে চট্টগ্রাম কোর্টহিল চত্বরে ১৯৮৮সনের ২৪জানুয়ারি জননেত্রী শেখ হাসিনার প্রাণ নাশের প্রচেষ্টায় সংগঠিত ঐতিহাসিক চট্টগ্রামের গণহত্যা দিবসে শহীদ বেদীতে ফুলেল শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে তিনি একথা বলেন।
এসময় উপস্থিত ছিলেন কাউন্সিলর আবদুস সালাম মাসুম, অধ্যাপক মো. ইসমাইল, হাসান মুরাদ বিপ্লব, ওয়াসিম উদ্দিন চৌধুরী, শৈবাল দাশ সুমন, আতাউল্লাহ চৌধুরী, মো. ইলিয়াছ, গোলাম মো. জোবায়ের, নূর মোস্তফা টিনু, সংরক্ষিত কাউন্সিলর নীলু নাগ, আঞ্জুমান আরা, শাহীন আক্তার রোজী প্রমুখ।
মেয়র আরো বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বহুবার মৃত্যুর মুখোমুখি হয়েছেন, চেষ্টা হয়েছে বারবার তাকে হত্যা করার। তার সাহসিকতা ও দৃঢ় সংকল্প তাকে আজ অনন্য উচ্চতায় নিয়ে গিয়েছে। দীর্ঘ ৩৪বছর আগের এই ঘটনায় ২৪জন মুহূর্তের মধ্যে নিহত হন এবং ২শতাধিক নেতা কর্মী আহত হন এটি ছিলো গণহত্যা। তাঁর ত্যাগ তিতিক্ষা, কঠিন অধ্যবসায়, অবিচল নিষ্ঠা ও দৃঢ় সংকল্পে আজ বিশ্বে বাংলাদেশ এক আলোচিত নাম। মানবিক, উন্নয়নশীল ও অসীম সম্ভাবনার দেশ এবং উন্নয়নের রোল মডেল হিসেবে ¯^ীকৃত। তিনি শুধু প্রধানমন্ত্রী নন, তিনি বয়ে চলেছেন বঙ্গবন্ধুর ¯^প্ন এবং তার দায়ভার। আগামী ২০৪১সালের মধ্যে বঙ্গবন্ধুর ¯^প্নের সোনার বাংলাদেশকে উন্নত দেশে রূপান্তরের জন্য তিনি দলমত নির্বিশেষে সকলকে ঐক্যবদ্ধভাবে এগিয়ে আসার আহŸান জানান। মেয়র বর্তমান করোনার নতুন ধরণ ওমিক্রণ সংক্রমণের হার বৃদ্ধি পাওয়ায় সকলকে সরকার নির্দেশিত ¯^াস্থ্যবিধি মেনে চলতে এবং ভ্যাক্সিন গ্রহণ করে নিজে ও অন্যের সুরক্ষার বিষয়ে পরামর্শ দেন।

নগরীতে আরো আধুনিক কিচেন
মার্কেট করা হবে : মেয়র

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র মো. রেজাউল করিম চৌধুরী বলেছেন, নগরীকে যানজটমুক্ত ও নগরবাসীর ভোগান্তি কমাতে আমরা কর্পোরেশনের উদ্যোগে পরিকল্পিত উপায়ে কাঁচাবাজার বা অত্যাধুনিক কিচেন মার্কেট নির্মাণ করবো। নগরে আধুনিক কাঁচাবাজার তেমন একটা নাই। যে কারণে সড়ক ফুটপাতে অবৈধভাবে বাজার বসে। এতে করে যানজট সৃষ্টি হয়ে নাগরিক দুর্ভোগ বাড়ে। তাই পরিকল্পিত কিচেন মার্কেট বা কাঁচাবাজার নির্মাণ করা গেলে নাগরিক ভোগান্তি কমবে বলে আশা করা যায়। আজ সোমবার দুপুরে টাইগারপাসস্থ অস্থায়ী নগর ভবনে তাঁর দপ্তরে ফইল্ল্যাতলী বাজার ব্যবসায়ী সমিতির নেতৃবৃন্দ সাক্ষাত করতে এলে তিনি একথা বলেন।
এসময় উপস্থিত ছিলেন কাউন্সিলর অধ্যাপক মো. ইসমাইল, মো. ইলিয়াছ, ফইল্ল্যাতলী বাজার ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি মো. আসলাম, সাধারণ সম্পাদক মো. জসিম, মুক্তিযোদ্ধা আবুল কালাম আজাদ, মো. ইকবাল, তাহের চৌধুরী, মো. হেলাল, মো. ইউসুফ, মো. নাজিম উদ্দিন, মো. ওমর ফারুক, মো. ইকবাল হোসেন, বাবুল দাশ প্রমুখ।
মেয়র আরো বলেন, ইতিমধ্যে ফইল্ল্যাতলী বাজারে চসিকের উদ্যোগে ও জাইকার অর্থায়নে অত্যাধুনিক যে কিচেন মার্কেট নির্মাণ করা হয়েছে রমজানের পূর্বে যাবতীয় কাজ সম্পন্ন হলে ব্যবসায়ীরা আধুনিক এই কিচেন মার্কেটে স্থানান্তরিত হতে পারবেন। তিনি বলেন, ফইল্ল্যাতলী বাজারের পুরনো ব্যবসায়ীদের যথাযথ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কিচেন মার্কেটে দোকান বরাদ্দ দেয়া হবে। মেয়র ব্যবসায়ীদের সড়ক, ফুটপাত দখলপূর্বক ব্যবসা পরিচালনা করে যানজট সৃষ্টি ও জনদুর্ভোগ না বাড়াতে আহŸান জানান।

চসিক ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালিত
শেরশাহ কলোনী, টেক্সটাইল মোড়
ও রেয়াজ উদ্দিন বাজার থেকে অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের উদ্যোগে আজ সোমবার নগরীতে মোবাইল কোর্ট পরিচালিত হয়। নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মারুফা বেগম নেলীর নেতৃত্বে শেরশাহ কলোনীর ৪নং সড়কের জায়গা থেকে অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ এবং টেক্সটাইল মোড়ে ফুটপাত ও নালার উপর থেকে অবৈধ দোকানপাট অপসারন করা হয়। অপর অভিযানে রিয়াজ উদ্দিন বাজারস্থ মরিয়ম বশির মার্কেটের ঝুঁকিপূর্ণ ভবন অপসারনের কার্যক্রম তদারকি করা হয়। এই সময় করোনা ভাইরাস সংক্রমণ প্রতিরোধে সরকার ঘোষিত বিধিনিষেধ ভঙ্গ এবং টিকা সনদ ছাড়া গ্রাহকদের খাবার পরিবেশনের দায়ে জামালখানস্থ গ্র্যান্ড সিকদার হোটেলকে ৫হাজার টাকা ও স্বাস্থ্যবিধি না মানায় তিন ব্যক্তিকে ১হাজার ৫শত টাকা জরিমানা করা হয়। এই সময় গ্রাহকদের টিকা সনদ ও মাস্ক পড়ার বিষয় নিশ্চিত করার জন্য রেস্টুরেন্ট মালিকদের নির্দেশনা প্রদান করা হয় এবং সাধারণ মানুষকে ¯^াস্থ্যবিধি মেনে চলার বিষয়ে সচেতন করা হয়।
অভিযানে সিটি কর্পোরেশনের সংশ্লিষ্ট বিভাগের কর্মকর্তা-কর্মচারী, র‍্যাব-৭, চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন পুলিশ ও ৩০ আনসার ব্যাটালিয়ান সদস্যরা ম্যাজিস্ট্রেটকে সহায়তা প্রদান করে।

স্বাক্ষরিত/-
(কালাম চৌধুরী)
জনসংযোগ কর্মকর্তা (অতিরিক্ত দায়িত্ব)
চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন
মোবাইল-০১৮২৪-৪৭৭৬৯৩